উম্মতে মুস্তফার বিশেষত্ব

31 OCTOBER 2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোয়ায়ে শামী**তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَائِكَةً مَعَهُمْ صُحُفٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَقْلَامٌ مِّنْ ذَهَبٍ يَكْتُبُوْنَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَكْثَرَ النَّاسِ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ যখন জুমার দিন আসে, **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, যাঁদের নিকট রূপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে, তারা লিপিবদ্ধ করেন, কে বৃহস্পতিবার দিন ও শুক্রবার রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫০, হাদীস নং- ২১৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং এক একজনকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা উম্মতে মুস্তফার বিশেষত্ব, ফযীলত ও উৎকর্ষতা, মাহবুবের উম্মতের মহত্বের কারণ এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপন উম্মতের প্রতি ভালবাসা ও মমতার কিছু ঘটনাবলী শ্রবণ করবো। আসুন! প্রথমেই উম্মতে মুস্তফার ফযীলত সম্বলিত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

তাওরাতে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ফযীলত

মাকতাবাতুল মদীনার অনেক সুন্দর একটি কিতাব "**আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাঁতে**" এর ৫ম খন্ডের ৫১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: "**হে আমার মাওলা!** আমি তাওরাতে এমন এক উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যারা সকল উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ট (Better) হবে, মানুষদের কল্যাণের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, তারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করবে, এমনকি এক চোখ বিশিষ্ট দাজ্জালকে হত্যা করবে। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করেন: **হে আমার পাক পরওয়ারদিগার!** তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করেন: **হে আমার প্রতিপালক!** আমি এমন একটি উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যে লোকেরা **আল্লাহ**

পাকের হামদ অধিকহারে করবে, সূর্যের প্রতি খেয়াল রাখবে (অর্থাৎ নামায এবং রোযার কারণে সর্বদা সূর্যের উদয় ও অস্তের হিসাব রাখবে। ইসলামে নামায, ইফতার, সেহেরী তো সূর্যের সাথে সম্পর্কীত কিন্তু স্বয়ং রোযা, ঈদ, হজ্ব ইত্যাদি চাঁদের সাথে, তাই মুসলানরা উভয়ের হিসেব রাখে এবং কোন সম্প্রদায় এই দু'টি কাজ একত্রে করে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৮)) এবং শাসকের পদে ও ইমাম পদে আধিষ্ট হবে, যখন কোন কাজের ইচ্ছা পোষন করবে তখন বলবে: "اِنْ شَآءَ الله আমি এই কাজটি করবো।"

হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام আরয করলেন: হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দিন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام আরয করলেন: **হে দয়ালু রব!** আমি তাওরাতে এমন এক উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যাদের দোয়া কবুল হবে এবং তাদের হকেও দোয়া কবুল করা হবে, তাদের সুপারিশ গ্রহন করা হবে এবং তাদের হকেও সুপারিশ গ্রহন করা হবে। একথা বলে হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام আরয করেন: **ইলাহী!** তুমি তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।

হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام আরয করলেন: **হে দয়ালু রব!** আমি তাওরাতে এমন একটি উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যারা উঁচুতে উঠার সময় **আল্লাহ পাকের** মহত্ব বর্ণনা করবে এবং যখন কোন উপত্যকায় নামবে তখন **আল্লাহ পাকের** হামদ ও সানা বর্ণনা করবে, তাদের জন্য সমস্ত জমিন পাক হবে এবং তারা যেখানেই থাকবে সমস্ত জমিন তাদের জন্য নামায পড়ার উপযুক্ত হবে, তারা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে, যেখানে পানি পাবে না, সেখানে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা তাদের জন্য এমন হবে যেমন পানি দ্বারা করা হয় আর কিয়ামতের দিন অযুর প্রভাবে তাদের অঙ্গসমূহ ঝলমল করবে। একথা বলে হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام আরয করলেন: **হে আমার প্রতিপালক!** তুমি তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام আরয করবেন: **হে দয়ালু রব!** আমি (তাওরাতে) এমন এক উম্মতের

আলোচনা পেয়েছি যে, যখন তারা কোন নেক কাজ করার ইচ্ছা পোষন করবে তখন তাদের জন্য একটি নেকী লিখে দেয়া হবে, যখন তারা নেকী করে নিবে তখন তাদের নেকীকে ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে, যদি কোন গুনাহ করার ইচ্ছা পোষন করবে তখন তাদের জন্য কিছুই লিখা হয়না এবং যদি গুনাহ করে নেয়ে তখন তাদের জন্য শুধুমাত্র সেই গুনাহটিই লিখা হবে। একথা বলে হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে আমার প্রতিপালক**! তুমি তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। (এখানে এই বিষয়টি মনে গেঁথে নিন যে, কেউ গুনাহের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলো কিন্তু উপায় না থাকার কারণে গুনাহ করতে পারেনি তবে এখন সে গুনাহগার হবে।)

হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام তাওরাতে দেখে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! আমি এক মরহুম উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যে দূর্বল হওয়ার পরও কিতাবুল্লাহর ওয়ারিশ হবে এবং তুমি তাঁকে নির্বাচন করে নিয়েছো, তাদের মধ্যে কেউ নিজের উপর অত্যাচারকারী হবে, কেউ মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী হবে এবং কেউ দ্রুত নেকী সম্পাদনকারী হবে, আমি তাদরে মধ্যে এমন কাউকে পাইনি, যার প্রতি দয়া করা হয়নি। একথা বলে হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে পাক পরওয়ারদিগার**! তুমি তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।

হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام তাওরাতে দেখে আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! তাদের সহিফা তাদের অন্তরে (সংরক্ষিত) থাকবে (অর্থাৎ কোরআনে করীম তাদের অন্তরে সংরক্ষিত থাকবে), তারা জান্নাতবাসীদের ন্যায় বিভিন্ন রঙের পোষাক পরিধান করবে এবং ফিরিশতাদের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে নামায পড়বে, মসজিদে তাদের আওয়াজ মৌমাছির গুঞ্জনের হবে আর দোযখে তাদের মধ্যে তারাই প্রবেশ করবে, যারা নেকী থেকে বঞ্চিত হবে, যেমনটি পাথর গাছের পাতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। একথা বলে হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে পাক পরওয়ারদিগার**! তুমি তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। যখন হযরত মূসা

عَلَیْہِ السَّلَام এর এই ফযীলত শুনে আশ্চার্য হতে লাগলেন যা **আল্লাহ পাক নবীয়ে করীম, রঊর রহীম** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উম্মতকে দান করেছেন তখন বলতে লাগলেন: **“আহ! আমি যদি হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা, আহমদে মুজতবা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **এর সাহাবাদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।”** তখন **আল্লাহ পাক তাঁকে** সন্তুষ্ট করার জন্য তিনটি আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ করেন।

৯ম পারার সুরা আরাফের ১৪৪ ও ১৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قَالَ یٰمُوۡسٰۤی اِنِّی اصۡطَفَیۡتُکَ عَلَی النَّاسِ بِرِسٰلٰتِیۡ وَ بِکَلَامِیۡ ۫ۖ فَخُذۡ مَاۤ اٰتَیۡتُکَ وَ کُنۡ مِّنَ الشّٰکِرِیۡنَ ﴿۱۴۴﴾ وَ کَتَبۡنَا لَہٗ فِی الۡاَلۡوَاحِ مِنۡ کُلِّ شَیۡءٍ مَّوۡعِظَۃً وَّ تَفۡصِیۡلًا لِّکُلِّ شَیۡءٍ ۚ فَخُذۡہَا بِقُوَّۃٍ وَّ اۡمُرۡ قَوۡمَکَ یَاۡخُذُوۡا بِاَحۡسَنِہَا ؕ سَاُورِیۡکُمۡ دَارَ الۡفٰسِقِیۡنَ ﴿۱۴۵﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৪৪,১৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (আল্লাহ পাক) ইরশাদ করলেন: ‘হে মূসা! আমি তোমাকে লোকদের থেকে মনোনীত করে নিয়েছি স্বীয় রিসালাত (এর বাণী সমূহ) এবং স্বীয় বাক্যালাপ করে যা আমি তোমাকে দান করেছি এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও’ এবং আমি তার জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি প্রত্যেক কিছুর উপদেশ আর প্রত্যেক জিনিষের বিশদ বিবরণ; (এবং বললেন, ‘হে মূসা!) সেটা শক্তভাবে ধরো এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও যেন সেটার উত্তম কথাগুলো গ্রহণ করে নেয়। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাবো নির্দেশ অমান্যকারীদের ঘর।

৯ম পারার সুরা আরাফের ১৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ مِنۡ قَوۡمِ مُوۡسٰۤی اُمَّۃٌ یَّہۡدُوۡنَ بِالۡحَقِّ وَ بِہٖ یَعۡدِلُوۡنَ ﴿۱۵۹﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি মূসার সম্প্রদায় থেকে এমন এক দল রয়েছে, যারা সত্য পথের সন্ধান দেয় এবং তা দ্বারা ন্যায় বিচার করে।

এটা শুনে হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে, ৫১৬-৫১৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللہِ! শুনলেন তো আপনারা! উম্মতে মুস্তফাকে **আল্লাহ পাক** দুই চারটি নয় বরং অসংখ্য ফযীলত ও বরকত এবং অনেক বিশেষত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন, আর তা তাওয়াত শরীফ যা **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام এর প্রতি অবতীর্ণ করেন,

সেই পবিত্র আসমানি কিতাবেও এই মাহান উম্মতের ফযীলত ও উৎকর্ষতা এবং অসাধারন বিশেষত্বকে বর্ণনা করা হয়েছে, এমনকি যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام জানতে পারলেন যে, এ সকল উৎকর্ষতা উম্মতে মুস্তফার, তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** দরবারে সেই উম্মতকে নিজের উম্মত বানানোর আবেদন করেন, কিন্তু যখন এর অনুমতি পাননি তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام উম্মতে মাহবুব অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত হওয়ার ইচ্ছা এভাবে প্রকাশ করেন যে, **"আহ! আমি যদি হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা, আহমদে মুজতবা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর সাহাবাদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।"**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এই বিষয়টি মনের মধ্যে গেঁথে নিন: (১) **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত যতই বিশেষ অলী, সাহাবী বরং কোন ফিরিশতা কোন নবীর সমান কখনোই হতে পারে না। বাহারে শরীয়তে রয়েছে: আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام), সমস্ত সৃষ্টি এমনকি ফিরিশতাদের রাসূলদের চেয়েও উত্তম। অলী যত বড় মর্যাদাবান হোক না কেন, কোন নবীর সমান হতে পারবে না। যে ব্যক্তি নবী নয় কাউকে নবীর চেয়ে উত্তম বা সমান বলবে, সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/৪৭) (২) আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সায়্যিদুল মুরসালিন, নবীউল আম্বিয়া (সকল নবীদের নবী) এবং **আল্লাহ পাকের** সকল সৃষ্টি থেকে উত্তম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/২৬৮) (৩) হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর এই উম্মতের মাঝে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করা, এই উম্মতের ফযীলত সম্পর্কে অবশ্যই জানিয়ে দেয়, কিন্তু তিনি এই উম্মত থেকে উত্তম বরং ঐ ৫জন নবীদের عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকেও যাঁরা সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে উত্তম। **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য দয়া যে, তিনি **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন এবং আমাদেরকে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতে অন্তর্ভূক্ত করে আমাদের প্রতি এত বড় দয়া করেছেন। যদি আমরা তাঁর এই দয়ার প্রতি সারা জীবনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তবুও এর হক আদায় করতে পারবো না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত উত্তম হওয়ার কারণ

হে আশিকানে রাসূল! যেমনিভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল রাসূলের সর্দার এবং সবচেয়ে উত্তম, নিঃসন্দেহে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত সকল উম্মতের চেয়ে উত্তম। (বাহারে শরীয়ত, ১/৫৪) اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা কতইনা সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় মুবারক আঁচল আমাদের হাতে এসেছে, নিশ্চয় **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ট। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় **তাঁর** উম্মতও পূর্ববর্তী উম্মতের চেয়ে উত্তম।

মনে রাখবেন! ফযীলতের কারণ কখনোই এটা নয় যে, এই উম্মতে অধিকহারে সম্পদশালী লোক থাকবে, তাদের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার এবং ডাক্তার অনেক বেশি থাকবে, ফযীলত প্রাপ্তির কারণ এটাও নয় যে, তারা খুবই বাহাদুর ও শক্তিশালী হবে বা তারা এই কারণে উত্তম নয় যে, খুবই চালাক চতুর হবে বরং তাদের মহত্বে একটি কারণ হলো যে, তারা নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত।

৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তোমরা শ্রেষ্ঠতম ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে; সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো, আর **আল্লাহ**র উপর ঈমান রাখছো।

তাফসীরে খাযিনে এই আয়াতে মুবারাকার আলো লিপিবদ্ধ রয়েছে: এই উম্মতকে নেকীর আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার বরকতে অন্যান্য সকল উম্মতের উপর ফযীলত দেয়া হয়েছে এবং এই কারণেই এই উম্মত সকল উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম উম্মত, ব্যস প্রমাণিত হলো! এই উম্মত উত্তম হওয়ার কারণ তাদের নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা।

(তাফসীরে খাযিন, ৪র্থ পারা, আলে ইমরান, ১১০ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৮৯)

এখন আমাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করা উচিৎ যে, আমরা কি নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং মন্দ থেকে বারণকারী? **মনে রাখবেন!** যদি আমাদের প্রবল ধারনা হয় যে, মন্দ কাজ সম্পাদনকারীকে মন্দ কাজ করা থেকে বাঁধা দিলে সে ফিরে আসবে তখন আমাদের বাঁধা দেয়া ওয়াজিব, বাঁধা না দিলে গুনাহগার হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের দয়া যে, আশিকানে রাসূলের মসজিদ ভরো ও মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ আমাদের নসীব হয়েছে, উৎসর্গিত হয়ে যান! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুবারক চিন্তা ভাবনার প্রতি! যিনি এমন একটি মহৎ মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন, যা অর্জনের জন্য আমাদের নিকট **"নেকীর দা'ওয়াত"**কে প্রসার করার অসংখ্য সুযোগ রয়েছে, সেই মাদানী উদ্দেশ্য কি? আসুন! মিলেমিশে বলি: **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** হলো মসজিদ বানাও কার্যক্রম, মসজিদ ভরো কার্যক্রম, এটা নামাযী বাড়াও কার্যক্রম, আহ! যদি আমরাও এই কার্যক্রমে অংশীদার হয়ে আমলীভাবে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতাম। এটা খুবই ভাল যে, আমরা অধিকহারে নেকীর দাওয়াত প্রদান করার জন্য নিজেকে উপস্থাপন করে দেয়া, তবে কোন অপারগতায় যদি এরূপ না হয় তবে আমাদের প্রতিদিন কমপক্ষে ২ ঘন্টা তো মাদানী কাজ করা এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করা উচিৎ, রমযানুল মুবারকে আমরা মসজিদে অনেক মানুষ দেখে খুশি হয়ে যাই যে, আমাদের মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেছে, নামাযী অনেক বেড়ে গেছে, রমযানুল মুবারক মাস চলে যেতেই বরং কয়েকদিন পরেই দূর্ভাগ্যক্রমে মসজিদ খালি হতে থাকে, নামাযীর সংখ্যা একেবারেই কমে যায়, অসংখ্য মসজিদ এমনও রয়েছে, যেখানে বসতবাড়ি তো রয়েছে কিন্তু আফসোস! নামায পড়ার কেউ নেই। মসজিদ তো আছে কিন্তু ইমাম নেই, এমন এলাকায় গিয়ে **"নেকীর দাওয়াত"** প্রসার করা

তো খুবই প্রয়োজন, উম্মতে মুস্তফাকে সঠিক পথে আনার জন্য আমাদের সময়ের কোরবানি দিতে হবে। আহ! যদি আমাদের উম্মতের দরদ নসীব হয়ে যেতো।

اٰمِين بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! উম্মতে মুস্তফার আরো কিছু ফযীলত ও উৎকর্ষ সম্পর্কে শ্রবণ করি।

মাহবুবের উম্মতের ৬টি ফযীলত

হকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন: **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উম্মতের অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, এখানে তা থেকে কয়েকটি আরয করা হলো: (১) এই উম্মত হলো উম্মতদের মধ্যে শেষ উম্মত, পূর্ববর্তী উম্মতদের দোষক্রটি কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে, যার কারণে সারা দুনিয়ায় তাদের দূর্নাম হয়ে গেছে, কিন্তু এই উম্মতের পর কোন নতুন নবী আসবে না, তাদের দোষক্রটি বর্ণনা হওয়ার জন্য কোন আসমানি কিতাব আসবে না, মোটকথা সেই উম্মতের দোষক্রটি গোপন করা হয়েছে। (২) পূর্ববর্তী কিতাবে এই উম্মতের গুণাবলী তো বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু তাদের দোষক্রটির উল্লেখ ছিলো না, যার কারণে তারা এই উম্মতে হওয়ার ইচ্ছা করতো। (৩) যেমন **রাব্বে করীম** অন্যন্য আম্বিয়ায়ে কিরামকে (عَلَیۡہِمُ السَّلَام) নাম ধরে ডেকেছেন, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে উপাধী দ্বারা ডেকেছেন, অনুরূপভাবে তাঁদের উম্মতদেরকে বংশীয় নাম দ্বারা ডেকেছেন (یٰبَنِیۡۤ اِسۡرَآءِیۡلَ، یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ ہَادُوۡا) ইত্যাদি কিন্তু এই উম্মতকে (یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا) অর্থাৎ **“হে ঈমানদানগণ!”** বলে সুন্দর ও মনমুগ্ধকর উপাধী দান করা হয়েছে। (৪) পূর্ববর্তী উম্মতরা তাদের নবীর পর সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো, কিন্তু এই উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল (অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। (৫) এই উম্মতের মধ্যে সর্বদা **আল্লাহর** আউলিয়া ও ওলামায়ে রাব্বানী আসতে থাকবে, যে গাছের শিখর সতেজ থাকবে, সেই গাছে ফুল

ফল আসতে থাকবে। (৬) এই উম্মত কাল কিয়ামতের দিন **আল্লাহ**র দরবারে পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে স্বাক্ষ্য দিবে যে, **আল্লাহ**র শপথ! তাঁরা আপন সম্প্রদায়ের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন।

(তাফসীরে নাঈমী, ৪র্থ পারা, আলে ইমরান, ১১০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত বিশেষত্বে উম্মতের ফযীলতের পাশাপাশি **আল্লাহ পাকে**র দয়া সম্পর্কেও বলা হয়েছে, যাতে এটাও রয়েছে যে, আমাদের অপরাধ ও গুনাহ সমূহ গোপন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এই উম্মতের মধ্যে ওলামা ও আউলিয়া আসতে থাকবেই। বর্তমানেও দেখা যায় যে, সারা দুনিয়ায় কোটি কোটি মুসলমান হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলী রয়েছে। অনুরূপভাবে কোটি কোটি কাদেরী, নকশবন্দী, চিশতী, সোহরাওয়ার্দী ইত্যাদি সিলসিলার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام হতে ফয়েয অর্জন করছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে **আল্লাহ পাক** যেসকল বিশেষত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন, তার মধ্যে একটি বিশেষত্ব হলো যে, **আল্লাহ পাক** এই উম্মতকে প্রখর মুখস্ত শক্তির মহান নেয়ামতও দান করেছেন।

কম বয়সে ইলম অর্জন করা

হযরত হাসান বিন আব্দুর রহীম ইরাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এই উম্মতের একটি বিশেষত্ব হলো যে, এই উম্মতের লোকেরা নিজেদের কম বয়সে যেভাবে জ্ঞান লাভে দক্ষতা অর্জন করে, পূর্ববর্তী উম্মত দীর্ঘ বয়স পাওয়ার পরও তা অর্জন করতে পারেনি, এই কারণেই এত কম বয়সেও এই উম্মতের ইজতিহাদকারী ওলামাদের মাঝে জ্ঞানের ভান্ডার খুলে গেলো। (শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ৭/৪৭৮)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই উম্মতে অসংখ্য ওলামা এসেছে, হচ্ছে এবং এই ধারাবহিকতা অব্যাহত থাকবে। আসুন! আমরা নিজেদের সম্পর্কে ভাবি যে, আমরা কি আমাদের উপর আবশ্যক (ফরয ও ওয়াজিব) জ্ঞানও অর্জন করার চেষ্টা করছি? অসংখ্য ফরয

জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যম হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইর (On line) এর মাধ্যমে নিজের সময় ও সুযোগ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করা যেতে পারে (মাদরাসাতুল মদীনা On line এর ফিসও রয়েছে এবং এখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়ানো হয়)।

মুখস্ত শক্তির সক্ষমতা

হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **আল্লাহ পাক** এই উম্মতকে মুখস্ত শক্তির ঐ সক্ষমতা প্রদান করেছেন, যা পূর্ববর্তী উম্মতদের কাউকেও দান করা হয়নি, **আল্লাহ পাক** এই নেয়ামতকে **নবী করীম** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং এর মাধ্যমে এই উম্মতের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। (শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ৭/৪৭৮)

আসুন! বরকত অর্জনের জন্য স্মরণশক্তির মহান সম্পদে সমৃদ্ধ এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মকে হাদীসের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধকারী একজন আশিকে রাসূল বুযুর্গের মুখস্তশক্তি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

৩ লক্ষ হাদীসে মুবারাকা

হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ এর মুখস্তশক্তি বর্ণনা করার জন্য এই বিষয়টিই যথেষ্ট যে, যেই কিতাব তিনি এক নজর দেখে নিতেন, তা তাঁর মুখস্ত হয়ে যেতো, ইলম অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর ৭০ হাজার হাদীস শরীফ মুখস্ত ছিলো এবং পরবর্তিতে তা ৩ লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যার মধ্যে ১ লক্ষ হাদীস শরীফ সহীহ এবং ২ লক্ষ সহীহ ছিলো না। একবার "বলখ" নামক শহরে গেলেন, তখন সেখানকার লোকেরা অনুরোধ করলো যে, আপনি আপনার ওস্তাদদের থেকে এক করে রেওয়ায়াত বর্ণনা করুন, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ এক হাজার ওস্তাদ থেকে এক হাজার হাদীস শরীফ মুখস্ত বর্ণনা করে দিলেন।

(ইরশাদুস সারী, তরজুমাতির ইমাম বুখারী, ১/৫৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের বিশেষত্বের মধ্যে একটি অনন্য বিশেষত্ব হলো যে, কিয়ামতের দিন যখন পূর্ববর্তী উম্মতরা আপন

নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তখন **আল্লাহ পাক** উম্মতে মুস্তফাকে এই সৌভাগ্য দান করবেন যে, সেইদিন তারা আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

নবীদের পক্ষে মাহবুবের উম্মতের সাক্ষ্য

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হযরত নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام এবং তাঁর উম্মতদের ডাকবেন এবং ইরশাদ করবেন: তোমরা নূহকে কি উত্তর দিয়েছিলে? তারা বলবে: তিনি আমাদেরকে কখনো দাওয়াত দেননি, তোমার কোন আদেশ পৌঁছায়নি, কোন উপদেশ দেয়নি, আমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ দেননি এবং নিষেধও করেননি, হযরত নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام আরয করবেন: **হে আমার দয়ালু রব**! আমি তাদেরকে এমনভাবে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই অন্তর্ভূক্ত ছিলো, **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের ইরশাদ করবেন: **আহমদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং **তাঁর** উম্মতদের ডাকো, তখন **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উম্মত এমন শান সহকারে উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে সামনে থাকবে। হযরত নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতদের বলবেন: আপনারা কি জানেন, আমি আমার সম্প্রদায়কে **আল্লাহ পাকের** বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে বুঝানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম, তাদেরকে দোযখ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তবুও তারা আমার দাওয়াত থেকে পালিয়ে বেড়াত। তখন **রাসূলে করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উম্মতরা বলবে: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যা কিছু বলেছেন, তা সব সত্য। এতে হযরত নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর সম্প্রদায়রা বলবে: **হে আহমদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি এবং আপনার উম্মতেরা তা কিভাবে জানেন? আমরা হলাম সর্বপ্রথম উম্মত আর আপনি এবং আপনার সবশেষে তাশরীফ এনেছেন। তখন **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূরা নূহ তিলাওয়াত করবেন, যখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূরা শেষ করবেন তখন তাঁর উম্মতরা বলবে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটা সত্য ঘটনা এবং **আল্লাহ** ব্যতীত কোন উপাস্য নেই আর নিশ্চয় **আল্লাহ পাকই** সর্বাধিক প্রজ্ঞাময়। (মুসতাদরিক, ৩/৪১৪, হাদীস নং- ৪০৬৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্লেগ এই উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্লেগ এমন একটি প্রাণঘাতি রোগ, যাকে ডাক্তাররা Plague বলে থাকে। এই রোগে ঘাঁড়, বগল এবং রানের কোণায় আমের আঁটির ন্যায় বিচি বের হয়। যা অসহ্য ব্যাথা এবং খুবই ফুলে যায়। প্রচন্ড জ্বর এসে যায়, চোখ লাল হয়ে যন্ত্রণাদায়ক জ্বলা পোড়া শুরু হয়ে যায়, অবশেষে রোগী প্রচন্ড ব্যাথায় অতিষ্ট হয়ে ছটফট করতে করতে মারা যায়। (আজায়িবুল কোরআন, ২৬১ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবেন! প্লেগ এর মত এই ধ্বংসময় রোগ পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য আযাব হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছিলো, কিন্তু এটি মাহবুবের উম্মতের বিশেষত্ব যে, **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় এই রোগকে মুমিনদের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়ে দেন।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ

বুখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে: **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্লেগ রোগ একটি আযাব ছিলো, **আল্লাহ পাক** যাকে ইচ্ছা তা পাঠিয়ে দিতেন। অতঃপর **আল্লাহ পাক** মুমিনদের জন্য তা রহমত বানিয়ে দেন। তখন যে ব্যক্তি প্লেগ ছড়ানোর যুগে নিজের শহরে ধৈর্য সহকারে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এই বিশ্বাসে অবস্থান করতো যে, এই রোগ তারই হবে, যার জন্য **আল্লাহ পাক** লিখে দিয়েছেন, তবে তার জন্য শহীদের ন্যায় সাওয়াব রয়েছে।

(বুখারী, কিতাবুত তিব, বাবু আজরিস সাবির ফিত তাউন, ৪/৩০, হাদীস নং- ৫৭৩৪)

হযরত আল্লামা গোলাম রাসূল রযবী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এই উম্মদের মুহাম্মদীয়ার প্রতি **আল্লাহ পাকে**র অসংখ্য দয়া রয়েছে, কেননা যে রোগ অন্যান্য উম্মতের জন্য আযাব হিসেবে নির্ধারিত ছিলো, তা এই উম্মতের জন্য **আল্লাহ পাকে**র রহমত স্বরূপ। প্লেগ বনি ইসরাঈলের জন্য আযাব এবং এই উম্মতের জন্য রহমত। (তাফহিমুল বুখারী, ৫/৩৫৫) অপর স্থানে বলেন: এই উম্মতের মুমিনের জন্য প্লেগকে রহমত বানানো হয়েছে, এর রহমত হওয়া এই হিসেবে যে, এতে শহীদের সাওয়াব রয়েছে, যদিওবা অবস্থার প্রেক্ষিতে খুবই কষ্টদায়ক। (তাফহিমুল বুখারী, ৮/৮০০)

১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ “মাদানী ইনআমাত”

سُبْحٰنَ اللهِ! **আল্লাহ পাকের** দয়ার প্রতি কোরবান! তিনি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের জন্য প্লেগ রোগ যা কিনা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য আযাব হিসেবে নির্ধারিত ছিলো, এই উম্মতের জন্য তা রহমত বানিয়ে দিলেন। যাদ্বারা এটা অনুমান করা কোনরূপ কঠিন নয় যে, **আল্লাহ পাক** আপন **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উম্মতকে কতটুকু ভালবাসেন।

একটু ভাবুন তো! গুনাহের কারণে যদি এই উম্মতের জন্যও প্লেগ রোগকে আযাব বানিয়ে দেয়া হতো, তবে কিরূপ কষ্ট হতো, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং অপরকেও বাঁচানো, অধিকহারে নেকী করা এবং সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মসজিদ ভরো কার্যক্রম ও মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের বরকতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা, নেকীর প্রতি ভালবাসা এবং সুন্নাতের উপর আলম করার প্রেরণা নসীব হয়ে থাকে, সুতরাং এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহন করে নেকীর ভান্ডার গড়ে তুলে আখিরাতের সফরের জন্য আখিরাতের সম্পদ জমা করুন।

মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ **“মাদানী ইনআমাত”** অনুযায়ী প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে প্রতি মাদানী মাসের প্রথম তারিখে আপনার এলাকার যিম্মাদারকে মাদানী ইনআমাতের রিসালা জমা করাতে হবে।

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন এই মাদানী কাজ **“মাদানী ইনআমাত”** এর বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার রিসালা **“মাদানী ইনআমাত”** অধ্যয়ন করুন, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদারগণ বিশেষ করে মাদানী ইনআমাত মজলিশের নিগরান ও সদস্যগণ তো এই রিসালা অবশ্যই অধ্যয়ন করুন, এই রিসালা মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে পাওয়ার পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও পড়তে পারবেন।

এই রিসালার বরকতে আপনারা পড়তে পারবেন: ✯ অমূল্য বিষয়াবলী, ✯ মাদানী ইনআমাতের উদ্দেশ্য, ✯ মাদানী ইনআমাতের কিছু শারীরিক ও বৈজ্ঞানিক উপকারীতা, ✯ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার জাদুয়ালের নমুনা, ✯ সম্মিলিতভাবে ফিকরে মদীনা করার পদ্ধতি, ✯ মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর বাণী সমগ্র, ✯ মাদানী ইনআমাতের আমলকারীদের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর দোয়া, ✯ মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে মারকাযি মজলিশে শূরার মাদানী ফুল, ✯ মাদানী ইনআমাতের বরকত, ✯ মাদানী ইনআমাতের, ✯ মাদানী ইনআমাত সম্পর্কে শরয়ী ও সাংগঠনিক সতর্কতা সম্বলিত প্রশ্নোত্তর, ✯ মোবাইল এ্যপলিকেশন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং ✯ মাদানী ইনআমাতের মালামালের তালিকা ইত্যাদি।

✯ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ মাদানী ইনআমাত আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি করতে এবং গুনাহের পিছু ছাড়ার উত্তম উপায়, ✯ মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারীর প্রতি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ খুবই খুশি হন এবং তাকে দোয়া দ্বারা ধন্য করেন, ✯ মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের বরকতে খোদাভীতি ও ইশকে মুস্তফার অশেষ দৌলত নসীব হয়, ✯ মাদানী ইনআমাতের এই মহান উপহার পূর্ববর্তী বুযুর্গদের رَحۡمَۃُ اللّٰہ স্মরণ করিয়ে দেয়, ✯ মাদানী ইনআমাত বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللّٰہُ الۡمُبِیۡن পদাঙ্ক অনুসরন করে চলে ফিকরে মদীনা অর্থাৎ নিজের আমলের পরিসংখ্যান করার উত্তম উপায়।

আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি ঘটনা শ্রবন করি।

প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার উপহার

এক ইসলামী ভাই একবার মাদানী কাফেলায় সফরে ছিলো। তখন তার সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেলো। হলো কি, রাতে যখন সে ঘুমিয়ে পরলো তখন তার সৌভাগ্য জেগে উঠলো, দেখলো যে, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার স্বপ্নে তাশরীফ নিয়ে এলেন। তখনও সে দর্শনেই মগ্ন ছিলো, তখন ঠোঁট মুবারক নড়ে উঠলো, রহমতের ফুল ঝড়তে লাগলো এবং শব্দগুচ্ছ কিছুটা এরূপ সজ্জিত হলো:

“যে মাদানী কাফেলায় প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে, আমি তাকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবো।”

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! শবে কদর সেই মহান রাত, যার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে মুসলমানদের বয়োবৃদ্ধ সবাই জানে, কেননা এই রাতে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, এই রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, এই রাতে ফযীলত সম্পর্কে কোরআনে পাকের ত্রিশতম পারায় একটি পরিপূর্ণ সূরাও রয়েছে, এছাড়াও এই রাতের আরো অনেক ফযীলত ও বরকত কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। **মনে রাখবেন!** এই উম্মতের পূর্বেও অনেক উম্মত এসেছে, কিন্তু কেউই এই মহান নেয়ামত পায়নি, আর **আল্লাহ পাক মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে এই সম্মান দান করেছেন যে, শবে কদরের ন্যায় মহান এবং মুবারক রাত উপহার স্বরূপ দান করেছেন।

শবে কদর দান করা হয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির আলোচনা হলো, যে এক হাজার (১০০০) মাস **আল্লাহ পাকের** পথে যুদ্ধ করেছে। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তার ব্যাপারে খুবই আশ্চার্য্য হলেন এবং আকাংখা করতে লাগলেন: আহ! তাঁদের জন্যও যদি এটা সম্ভব হতো। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে আমার রাব্বে করীম! তুমি আমার উম্মতদের বয়স কম দিয়েছ, আর তাদের আমলও কম হবে। তখন **আল্লাহ পাক নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শবে কদর দান করলেন এবং ইরশাদ করলেন: **হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! শবে কদর হাজার (১০০০) মাসের চেয়েও উত্তম, যা আমি আপনাকে এবং আপনার উম্মতদেরকে প্রতি বৎসর দান করলাম। এই রাত রমযান মাসে আপনার জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত আপনার উম্মতদের জন্য, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (আর রওযুল ফায়েক, ৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ اللہِ! শুনলেন তো আপনারা! **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন উম্মতদের প্রতি কিরূপ দয়ালূ যে, যখন **তাঁর** সামনে বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি কাহিনী বর্ণনা করা হলো তখন **তিনি** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উম্মতের মনবেদনা অস্থির হয়ে গেলেন এবং এই অস্থির অবস্থায় **তিনি** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে উম্মতের মনবেদনা প্রকাশ করলেন, তখন **আল্লাহ পাক হুযুর নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** প্রিয় উম্মতকে শবে কদরের ন্যায় মুবারক নেয়ামত দ্বারা ধন্য করলেন।

মনে রাখবেন! উম্মতের মনবেদনায় অস্থির হওয়ার এটা প্রথম ঘটনা নয়, **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তো আপন উম্মতের প্রতি এতো ভালবাসা যে, **তিনি** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সময়েই গুনাহগার উম্মতদের স্মরণ করেছেন।

পৃথিবীতে আগমন করতেই **তিনি** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিজদায় অবনত হলেন এবং ঠোঁটে এই দোয়া অব্যাহত ছিলো: رَبِّ هَبۡ لِيۡ أُمَّتِيۡ অর্থাৎ হে দয়ালূ রব! আমার উম্মত আমাকে সমর্পণ করে দাও। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৭১৭)

ইমাম যুরকানী رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ উদ্ধৃত করেন: তখন **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আঙ্গুল সমূহ এমনভাবে উঁচিয়ে রাখেন, যেমনিভাবে কোন কান্নারত ব্যক্তি উঁচিয়ে রাখে।

(যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ১/২১১)

অনুরূপভাবে **নবীয়ে রহমত** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মেরাজের সফরে যাত্রা করার সময় উম্মতের গুনাহগারদের স্মরন করে উদাস হয়ে গেলেন, **আল্লাহ**র দীদার এবং বিশেষ দানের সময়ও উম্মতের গুনাহগারদের স্মরণ করেন।

(বুখারী, কিতাবুত তাওহিদ, ৪/৫৮১, হাদীস নং- ৭৫১৭)

সারা জীবন (বিভিন্ন সময়ে) উম্মতের গুনাহগারদের জন্য আবেগাপ্লুত ছিলেন।

(মুসলিম, বাবু দোয়ায়িন নবী লি উম্মতি, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০২)

যখন কবর শরীফে নামানো হলো, মুবারক ঠোঁট নড়ে উঠলো, অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان কান লাগিয়ে শুনলেন, ধীরে ধীরে **"আমার উম্মত"** বলছিলেন। (আশিকে আকবর, ৪৭ পৃষ্ঠা) কিয়ামতেরও তাঁরই নিকট আশ্রয় পাওয়া যাবে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام থেকে "نَفۡسِي نَفۡسِي اِذۡهَبُوۡا اِلٰى غَيۡرِي" (অর্থাৎ আজ আমার নিজের চিন্তা, অন্য কারো নিকট যাও) শুনা যাবে এবং **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

এর ঠোঁটে "يَارَبِّ اُمَّتِي اُمَّتِي" (**হে রব!** আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও) এর আওয়াজ হবে। (মুসলিম, বাবু আদনা আহলুল জান্নাতি মঞ্জিলাতি ফিহা, ১০৫,১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনলেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের গুনাহগারদের কিরূপ ভালবাসেন এবং **তাঁর** আপন উম্মতের প্রতি কিরূপ মনযোগ। আর অন্যদিকে যদি আমরা এই উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষণ করি তবে এই নির্মম বাস্তবতা (Reality) সামনে আসবে যে, উম্মতে মুসলিমার অধিকাংশই এখন এই **আপন দয়ালূ আক্বা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ ও বাণী সমূহকে ভুলে গিয়ে ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ে উদাসিন হয়ে নফস ও শয়তানের অনুসরনে মত্ত রয়েছে, কোরআনে করীমের বাণী সমূহকে ভুলে গেছে, মসজিদ থেকে দূরে এবং ইলম ও ওলামার গুরুত্ব বুঝা থেকে বঞ্চিত হতে দেখা যাচ্ছে, আশিকানে রাসূলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মন্দ সহচর্যের প্রেমিক হয়ে গেছে, নিজেদের বুযুর্গদের শিক্ষাকে একেবারেই ভুলে বসেছে, সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে ফ্যাশনের চোরাবালিতে পতিত হচ্ছে, অমুসলিম এবং ফাসিক ও গুনাহগারদের নকল করাতে গর্ববোধ করছে, **আল্লাহ পাক** ও বান্দাদের হক আদায়ের গুরুত্ব থেকে উদাসিন হয়ে গেছে, সূদ, জুয়া, মদ্যপান, ঘুষ, লোভ ও লালসা, হত্যাযজ্ঞ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার আপদে লিপ্ত রয়েছে, আর মিথ্যা, গীবত, হিংসা, অহঙ্কার, ওয়াদা খেলাফী, অত্যাচার, দোষ অন্বেষণ, পিতামাতার অবাধ্যতা, চুরি, ডাকাতি, অশ্লিলতা এবং বেপর্দার ন্যায় অনেক ধ্বংসময় মন্দ কাজের শিকার হচ্ছে।

মাদানী ইনআমাত মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা চাই যে, আমরাও এরূপ উম্মত হয়ে যাবো, যেমন একজন উম্মতের হওয়া উচিৎ, তবে আমাদের উচিৎ যে, আমরা যেনো নিজেকে বর্ণনাকৃত মন্দ কাজ থেকে বাঁচাই, সুন্নাতের অনুসরন করি, ইলমে দ্বীন অর্জন করে অপরের নিকট পৌঁছাই, মোটকথা আমাদের জাহির ও বাতিন এমনভাবে সজ্জি হয়ে যাক যে, যারাই দেখবে অস্ফুটে বলে উঠবেধ **"উম্মতের এমনই হওয়া**

চাই”। তো আসুন! ইশকে রাসূলের সূধা পান করতে, পরিপূর্ণ উম্মত হতে, নিজের জাহির ও বাতিনকে সুন্নাতের সাজে সজ্জিত করতে এবং গুনাহের পিছু ছাড়াতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাই এবং নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সঙ্গ দিই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী** সারা পৃথিবীতে প্রায় ১০৭টি বিভাগে দ্বীনে মতীনের খেদমত করে যাচ্ছে, এই বিভাগ গুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **“মাদানী ইনআমাত মজলিশ”**। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ইচ্ছা অনুযায়ী ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র-ছাত্রীদের বাআমল (আমলকারী) বানানোর উদ্দেশ্যে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের উৎসাহ প্রদানের জন্য **“মাদানী ইনআমাত মজলিশ”** প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: “আহ! যদি অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত আদায়ের পাশাপাশি সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনেরা এই মাদানী ইনআমাতকেও নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয় এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদারগণও নিজ নিজ হালকায় এর (মাদানী ইনআমাতের রিসালা) প্রসার করে আর সকল মুসলমান নিজের কবর ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য এই মাদানী ইনআমাতকে একনিষ্ঠতার সহিত গ্রহন করে **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতুল ফিরদাউসে **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার মহান নেয়ামত অর্জন করে নিতো।” আসুন! আমরাও নেক কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহন করি এবং মাদানী ইনআমাতের উপর শুধু আমরা নিজেরা নয় বরং অপর ইসলামী ভাইকেও এর উৎসাহ দিয়ে অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করি।

খাবার খাওয়ার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **“সুন্নাত ও আদব”** হতে খাবার খাওয়ার কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি। ✵ খাবার খাওয়ার পূর্বে হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে নিন। **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে এটা পছন্দ করে যে, **আল্লাহ পাক** তার ঘরে বরকত বৃদ্ধি করে তবে তার উচিৎ যে, যখনই খাবার উপস্থি হয়ে যায় তখন অযু করা এবং যখন উঠে যাবে

তখনও অযু করা। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতআম, ৪/৯, হাদীস নং- ৩২৬০) হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: এর (অর্থাৎ খাবারের অযু) অর্থ হলো: হাত ও মুখ ধৌত করা, হাত ধোয়া ও কুলি করে নেয়া। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৩২) ✲ যখনই খাবার খাবেন তখন বাম পা বিছিয়ে দিন এবং ডান পা দাঁড় করিয়ে রাখুন অথবা নিতম্বের উপর বসে যান এবং উভয় হাটু দাঁড় করিয়ে রাখুন। (বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ১৯ পৃষ্ঠা) ✲ খাবারের পূর্বে জুতা খুলে নিন।

ঘোষণা

খাবার খাওয়ার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই সুন্নাত ও আদব সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى
الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِىْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)